বাংলাদেশ দূতাবাস
তেহরান, ইরান

প্রেস রিলিজ

৩১ মে ২০২৩, তেহরান

বাংলাদেশ দূতাবাস, তেহরান-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রাপ্তির সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রাপ্তির সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আজ বাংলাদেশ দূতাবাস, তেহরান এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের শুরুতে রাষ্ট্রদূত মনজুরুল করিম খান চৌধুরী দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এরপর এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করেন দূতাবাসের প্রথম সচিব মোল্লা আহমদ কুতুবুদ-দ্বীন ও রাষ্ট্রপতির বাণী পাঠ করেন মিনিস্টার (কমার্স) ড. জুলিয়া মঈন। অনুষ্ঠানে বিষয়ভিত্তিক কিছু ভিডিও প্রদর্শিত হয়। এরপর বক্তব্য রাখেন রেডিও তেহরানের বাংলা বিভাগের সিনিয়র সাংবাদিক গাজী আব্দুর রশিদ, সিনিয়র সাংবাদিক ডা. এজাজ আহমেদ, দূতাবাসের প্রথম সচিব মোল্লা আহমদ কুতুবুদ-দ্বীন, মিনিস্টার (কমার্স) ড. জুলিয়া মঈন ও রাষ্ট্রদূত মনজুরুল করিম খান চৌধুরী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দূতালয় প্রধান ওয়ালিদ ইসলাম।

বক্তেব্যে রাষ্ট্রদূত বলেন, বঙ্গবন্ধুর জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রাপ্তি বাংলাদেশের জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মান যা এখনও প্রাসঙ্গিক। বঙ্গবন্ধু সারাজীবন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিবেদিত ছিলেন। তিনি শোষিতের পক্ষে ও শোষনের বিপক্ষে কাজ করেছেন। শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য তাঁর জুলিও কুরি পদক প্রাপ্তি আমাদেরকে বিশ্ব দরবারে গৌরবান্বিত করে।

রাষ্ট্রদূত বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, বাংলা ভাষা-ভাষি থাকবে ততদিন তিনি আমাদের হৃদয়ে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার আসনে থাকবেন। বঙ্গবন্ধুর নীতি, আদর্শ ও কর্মময় জীবন আমাদের সারাজীবন অনুপ্রাণিত করবে। জাতিরপিতার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়ক ধরে এগিয়ে চলছে বলে মন্তব্য করে তিনি সবাইকে এ উন্নয়নে অবদান রাখার আহবান জানান।

পরে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

সংযুক্তি: অনুষ্ঠানের ছবি।

৩১/০৫/২০২৩
(মোল্লা আহমদ কুতুবুদ-দ্বীন)
প্রথম সচিব